সংবাদ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষা ভিসির অধীনে নয় ঘোষণা আন্দোলনরত শিক্ষকদের

● ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সর্বাত্মক কর্মবিরতি

সানাউল্লাহ সামী, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শনিবার অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া 'ভর্তি পরীক্ষা কমিটি'র সভাকে অকার্যকর ঘোষণা করে শুধু প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক এমএ মতিনের অধীনে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম'। গতকাল বিকেলে ভিসির বাসভবনের সামনে শিক্ষকদের প্রতিবাদী অবস্থানস্থলে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন তারা।

অন্যদিকে সাধারণ কর্মবিরতির গতি বাড়িয়ে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করবেন শিক্ষকরা। তবে পরিবহন ও চলমান পরীক্ষা এর আওতামুক্ত থাকবে।

জানা যায়, গত শনিবার উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে কমিটির অন্যতম সদস্য ৩৫ জন বিভাগীয় সভাপতির মধ্যে ২৩ জন এবং সব ডিন ও হল প্রভোস্ট ১৪ জনে ৭ জন অনুপস্থিত ছিল বলে দাবি করেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। অন্যদিকে আইন অনুষদের ডিনকে সভাতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি দাবি করে তারা এ

ঘোষণা : পৃষ্ঠা ১৫ ক : ৪

ঘোষণা : শিক্ষকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভাকে অকার্যকর বলে মন্তব্য করেন। অন্যদিকে ২-৯ নভেম্বর ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দেন তারা। তাদের যুক্তি হলো এ মাসের ১০ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। ফলে ২৬ তারিখ থেকে ১ তারিখের মধ্যে ভর্তির যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা নেহায়েত অসম্ভব।

অন্যদিকে বিভাগ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ফরমে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করেন সংবাদ সম্মেলনে থাকা শিক্ষকরা। তাদের মতে, প্রতি বিষয়ের ফরম মূল্য ১৫০ টাকা হওয়ার ফলে গরিব মেধাবীরা উচ্চশিক্ষার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হবে।

এদিকে ৮ম দিনের মতো অবরুদ্ধ রয়েছেন রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার (টিচিং) আবু হাসান। উপাচার্যের প্রতি তাদের মুক্ত করার দাবিতে কর্মবিরতির পাশাপাশি প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান করে আসছেন 'অফিসার সমিতি'। অন্যদিকে ৭ম দিনের মতো উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে তার বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে অনড় ছিলেন আন্দোলনরত 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম'। ফলে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রায় বন্ধ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির।